২২-০২-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা স্মরণে রাখো যে তুমি ব্রাহ্মণ, শীর্ষস্থানীয়, পুরুষোত্তম হতে থাকলে উৎফুল্ল থাকবে, নিজের সাথে নিজে কথা বলা শিখলে অপার খুশী থাকবে"

প্রশ্ন :- বাবার শরণে কারা আসতে পারে ? বাবা কাদের শরণ দেন?

উত্তর :- বাবার শরণে তারাই আসতে পারে যারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়। যাদের বুদ্ধি যোগ সব দিক থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। মিত্র-পরিজন ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির যোগ না থাকবে। বুদ্ধিতে থাকে আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এরকম বাচ্চারাই সার্ভিস করতে পারে। বাবাও এরকম বাচ্চাদেরই শরণ দেন।

ওম্ শান্তি। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা, টিচার, গুরু। এটা তো বাচ্চারা ভালো ভাবে বুঝে গেছে, দুনিয়া এই বিষয়টি জানে না। যদিও সন্ন্যাসীরা বলে শিবোহম্। তাহলেও এরকম বলবে না যে আমি হলাম বাপ, টিচার, সদ্গুরু। তারা শুধু বলে শিবোহম্ (আমিই শিব) ততত্বম্ । পরমাত্মা সর্বব্যাপী হলে তো প্রত্যেকে বাবা টিচার সদ্গুরু হয়ে যাবে। এরকম তো কেউ বুঝবেও না। মানুষ নিজেকে যে ভগবান, পরমাত্মা বলে সেটা তো একদমই ভুল। বাচ্চাদের বাবা যা বোঝান সেটা বুদ্ধিতে তো ধারণ করতে হয়। ওই পড়াতে কতো বিষয় থাকে, এরকম নয় সব সাবজেক্ট স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে থাকে। এখানে বাবা যা পড়ান সেটা এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাও। তোমরাই ত্রিকালদর্শী বা চক্রধারী হও। ওই শারীরিক পড়ার সাবজেক্ট সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা প্রমাণ করে ব্যাখ্যা দাও, সকলের সদ্গতি দাতা এই এক বাবাই হন। সকল আত্মারা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। বলে ও গড ফাদার ! তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হয়। সেই উত্তরাধীকার হারিয়ে দুঃখের মধ্যে এসে পড়ে। এটা হল সুখ দুঃখের খেলা। এই সময় সবাই হল পতিত, দুঃখী। পবিত্র হলে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত হয়। সুখের দুনিয়া বাবা স্থাপন করেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে আমাদের বাবা বোঝাচ্ছেন, জ্ঞান-সম্পন্ন (নলেজফুল) এক বাবা-ই আছেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই দেন। আরও যে সব ধর্ম যা স্থাপনা হয়ে আছে তারা নিজেদের সময় মতো আসবে। এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের বাচ্চাদের জন্য বাবা এই অধ্যয়ন একদমই সহজ করেছেন। শুধু একটু বিস্তৃত ভাবে বোঝান। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যোগের মহিমা অনেক। প্রাচীন যোগ ভারতের প্রখ্যাত আছে। কিন্তু যোগের মাধ্যমে লাভ কি হয়েছে, এটা কারোর জানা নেই। এটা হল গীতার সেই যোগ যা নিরাকার ভগবান শিখিয়ে চলেছেন। এছাড়া যে যোগ শেখানো হয় সেটা মানুষের, দেবতাদের কাছে তো যোগের ব্যাপারই নেই। এই হঠযোগ ইত্যাদি সব মানুষ শেখায়। দেবতারা না শেখে, আর না শেখায়। দৈবী দুনিয়াতে যোগের ব্যাপার নেই। যোগের দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়। সেটা অবশ্যই এখানেই হবে। বাবা আসেনই সঙ্গমে নতুন দুনিয়া তৈরী করতে। এখন তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে বদলী হচ্ছ। এটা কাউকে বোঝানোটাই হল আশ্চর্যের(ওয়ান্ডার)। আমরা ব্রাহ্মণরা শীর্ষস্থানীয়, সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যবর্তীতে হল ব্রাহ্মণের শিখর। একেই সঙ্গম যুগ বলা হয়, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছ। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা পুরুষোত্তম হতে থাকলে সর্বদা উৎফুল্ল থাকব। যত সার্ভিস করবে ততই উৎফুল্ল থাকবে। উপার্জন করতে আর করাতে হবে। যত প্রদর্শনীতে সার্ভিস করবে তো

যে শুনবে তার সুখ প্রাপ্ত হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ হবে। ছোট সেন্টারেও মুখ্য ৫-৬ চিত্র অবশ্যই দরকার। ওর উপর বোঝানো সহজ হয়। সারা দিন সেবা আর সেবা(সার্ভিস)। মিত্র পরিজনের কাছে কোন মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে নেই। যা এই চোখের দ্বারা দেখছ সেই সবের বিনাশ হবে। আর যে সব দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখছ সেই সমস্তর স্থাপনা হয়ে চলেছে। ঐরকম নিজের সাথে কথা বললে তোমরা পরিপক্ক হয়ে যাবে। অসীমের (বেহদের) বাবার সাথে মিলিত হওয়ার খুশী থাকা চাই। কেউ রাজার কাছে জন্ম নিলে কত গর্বিত হয় । তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হচ্ছ। প্রত্যেকেই নিজের জন্য পরিশ্রম করছ। বাবা শুধু বলেন কাম চিতার উপর বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। এখন জ্ঞান চিতার উপর বসলে সাদা(সুন্দর) হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে এই চিন্তা চলতে থাকে, যদি অফিসেও কর্ম করতে থাক, তখনও স্মরণ করতে থাক।ঐরকম নয় যে সময় নেই। যেরকম সময় পাওয়া যায় আত্মীক উপার্জন করো। কতো বড় এই উপার্জন ! স্বাস্থ্য- সম্পদ (হেল্থ ওয়েল্থ) দুটো এক সাথে পাওয়া যায়। একটি কাহিনী আছে অর্জুন আর ভিলের(একলব্য) । ঐরকম গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে জ্ঞান-যোগের ভিতরে থাকে যারা তাদের থেকেও তীব্র গতিতে যেতে পারো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপর। এখানে সবাই বসে পড়লে তবে সার্ভিস কি ভাবে করবে। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিসে যুক্ত হতে হবে। সার্ভিসের খেয়াল রাখতে হবে। বাবা তো প্রদর্শনীতে যেতে পারবেন না কারণ বাপদাদা দুজন একত্রিত ভাবে আছেন। বাবার(শিববাবার) আত্মা আর এনার (ব্রহ্মা বাবার) আত্মা একত্রিত আছে। এ হল বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল)যুগল। এই যুগলকে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। নিজেকে যুগল রূপে ভাবলেও আবার বলে আমি একাই হলাম বাবার হারানিধি বাচ্চা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে খুব খুশী জাগে । আমার দ্বিতীয় জন্ম হল এটা, আমি গদিতে অবশ্যই বসব। তোমরাও রাজযোগ শিখছ, মূল লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) সামনে উপস্থিত রয়েছে। ইনি তো খুব খুশী যে, আমি বাবার হারানিধি বাচ্চা ! তবুও সদাকাল স্মরণ স্থির হয় না। অন্য দিকে মন চলে যায়। ড্রামার এরকম নিয়ম ('ল) নেই যে একদম স্মরণ স্থির হয়ে যাবে আর কোনো চিন্তা আসবে না। মায়ার তুফান স্মরণ করতে দেয় না। আমার জন্য খুব সহজ জানি, কারণ বাবা আমার মধ্যে প্রবেশ করেন । বাবার নম্বরওয়ান হারানিধি বাচ্চা আমি। প্রথম রাজকুমার হব, আবার স্মৃতি বিস্মৃত হবে । নানান কথা মাথায় আসতে থাকে । এ হল মায়া। বাবার নিজের অনুভব আছে বলেই তো বাচ্চাদের বোঝাতে পারি। মনে এই নানান কথার আনাগোনা তখন বন্ধ হবে যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবার এই শরীর থাকতে পারে না। শিববাবা তো সর্বদা পিওর আর পিওর। পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে এসে পবিত্র করার ভূমিকাও এঁনারই (শিববাবার)। ড্রামাতে তিনিও বাঁধা রয়েছেন যে । তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে আবার নতুন শরীর চাই। শিববাবার তো নিজস্ব শরীরই নেই। এই শরীরের আত্মার গুরুত্ব অনেক । ওঁনার এখানে কি আছে! উনি তো মুরলী চালিয়ে চলে যান। উনি(শিববাবা) হলেন ফ্রী। কখনো এখানে, কখনো ওখানে চলে যান। বাচ্চাদেরও ফিল হয় যে এই শিববাবা মুরলী চালাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা বোঝো আমরা বাবাকে সাহায্য করার জন্য এই গডলী সার্ভিসের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বাবা বলেন আমিও নিজের সুইট্ হোম ছেড়ে এসেছি। পরমধাম অর্থাৎ ঊর্ধ্ব থেকেও ঊর্ধ্বে হল মূলবতন। যদিও খেলা সমস্ত সৃষ্টির উপর চলে। তোমরা জানো এটা হল ওয়ান্ডারফুল খেলা। বাকী দুনিয়া তো হল এই একটাই ।

এই দুনিয়ায় লোকেরা চাঁদে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, এটা তো সায়েন্সের বল হল। সাইলেন্সের বলের দ্বারা আমরা যখন সায়েন্সের উপর বিজয় প্রাপ্ত করি তখন সাইন্সও সুখদায়ী হয়ে যায়। এখানে

সাইন্স সুখও দেয় তো দুঃখও দেয়। ওখানে তো হলো সুখ আর সুখ। দুঃখের নামও নেই। ঐরকম কথা সারাদিন বুদ্ধিতে থাকতে হবে। বাবার কতো ভাবনা থাকে। বন্ধনযুক্তরা (বান্ধেলীরা) বিষের জন্য কত মার খায়। কেউ আবার মোহের বশে আটকে পড়ে। দৃঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক তাড়াতাড়ি বলবে আমার অমৃত পান করতে হবে, এর জন্য নষ্টমোহ হতে হবে । পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নেওয়া চাই। এইরকম সার্ভিসেবেল যারা, তারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পেতে পারে। বাবা তাদের শরণ দেন। কন্যা পতির আশ্রয়ে যায়, তারা বিষ ছাড়া রাখে না। আবার বাবার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু একদম নির্মোহী (নষ্টমোহা) হওয়া চাই। পতিরও পতিকে পেয়েছি আমরা, এখন তাঁর সাথে আমরা বুদ্ধি যোগ দ্বারাই যুক্ত হই। ব্যাস্, আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নয়। যেমন কন্যার তার স্বামীর সাথে প্রীতি এসে যায়, এটা হল আত্মার প্রীতি পরমাত্মার সাথে। লৌকিক পতির থেকে দুঃখ মেলে, এঁনার (শিববাবার) থেকে সুখ মেলে। এটা হল সঙ্গম, একে কেউ জানে না। তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত । আমরা পাটনী বা বাগানের মালিককে পেয়েছি, যিনি আমাদের ফুলের বাগানে নিয়ে যান। এই সময় সব মানুষ কাঁটার মতো হয়ে পড়ে আছে। সব থেকে বড় কাঁটা হল কামনার। প্রথমে তোমরা নির্বিকারী ফুল ছিলে, ধীরে-ধীরে কলা কম হয়ে গেছে এখন তো বড় কাঁটা হয়ে গেছে। বাবাকে বাবুলনাথও বলা হয়। তোমরা জানো আসল নাম হল শিব। কাঁটাকে ফুল বানায় বলে বাবুলনাথ নাম রাখা হয়েছে। ভক্তি মার্গে অনেক নাম রেখেছে। বাস্তবে একটিই নাম হল শিব। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ বা শিব জ্ঞান যজ্ঞ একই কথা হল। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ জ্বালা নির্গত হয় আর শ্রীকৃষ্ণপুরী অথবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হও। তারা সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্রও তৈরী করে। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার নির্গমন। এই সব বিষয়ে তোমরা জানো যে, ব্রহ্মা সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। তোমাদের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে । লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম পরে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। মানুষ তো এরকম কথা শুনে বিস্মিত হতে থাকে। জানার পরে আবার খুশীও হয় । কিন্তু মায়া কিছু কম নয়। কাম হল মহাশত্রু। মায়া নাম রূপে ফাঁসিয়ে নীচে ফেলে দেয়। বাবাকে স্মরণ করতে দেয় না। আবার সেই খুশী কম হয়ে যায়। এতে খুশী হতে নেই যে আমি অনেককে বোঝাচ্ছি, প্রথমে দেখতে হবে বাবাকে কতোটা স্মরণ করছি। রাত্রে বাবাকে স্মরণ করে ঘুমাই না ভুলে যাই। কোনো কোনো বাচ্চা তো নিয়মে বেশ পাকা ।

তোমরা বাচ্চারা খুবই সৌভাগ্যশালী(লাকী)। বাবার উপর তো অনেক দায়িত্বের বোঝা। কিন্তু তবুও রথ বলে কিছুটা রেয়াৎ পান । জ্ঞান আর যোগও আছে। এর ব্যাতীত লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ কি ভাবে পাবে। খুশী তো থাকে, আমি একাই বাবার বাচ্চা এরপর আবার আমার প্রচুর বাচ্চা, এই নেশাও থাকে, তখন মায়া বিঘ্নও নিয়ে আসে। বাচ্চাদেরও মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। অনেক দূর এগোলেই তবেই কর্মাতীত অবস্থা আসে। এখানে বাপদাদা দুজনে একত্রিত ভাবে আছেন। বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা...বাবা তো প্রেমের সাগর। এনার আত্মা একসাথে আছে। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) ভালোবাসেন। বোঝান যে রকম কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে আরো সবাই করবে। ভীষণ মধুর থাকতে হবে। বাচ্চাদের অনেক বিচক্ষণ হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে দেখ কতো বিচক্ষণতা রয়েছে । বিচক্ষণতার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য নিয়েছে। প্রদর্শনীর দ্বারা প্রজা তো অনেক হয়। ভারত অনেক বড়, এতো সার্ভিস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্মরণে থেকে বিকর্মও বিনাশ করতে হবে। এটাই প্রধান চিন্তা হতে হবে যে, কীভাবে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হব ? এতে পরিশ্রম আছে। সেবার (সার্ভিসের) সুযোগ (চান্স) অনেক। ট্রেনে ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে পারো। এই হলেন

বাবা আর এই হল অবিনাশী উত্তরাধিকার। বরাবর ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই এদের রাজ্যত্ব আবার আসা চাই। আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। ট্রেনে অনেক সার্ভিস হতে পারে। এক কামরাতে সার্ভিস করে আবার দ্বিতীয়টায় যেতে হবে। এরকম সার্ভিস করে যারা, তারাই আসীন হয় হৃদয় সিংহাসনে। তাদের বলো, আমরা তোমাদের খুশীর খবর শোনাচ্ছি। তোমরা পূজ্য দেবতা ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে পূজারী হয়েছ। এখন আবার পূজ্য হও। সিঁড়ির চিত্র বেশ ভালো, এর দ্বারাই সতো রজো তমো স্টেজ প্রমাণ করতে হবে। স্কুলে পরীক্ষা নিকটে এলে দ্রুত এগোনোর প্রচেষ্টা থাকে। এখন এখানেও বোঝানো হয় যে, যারা সময় নষ্ট করেছে, তাদের দ্রুত গতিতে চলে সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। সার্ভিসের নম্বর তোলার সুযোগ অনেক। সার্ভিসেবেল কন্যা অনেক উদ্ভূত হওয়া চাই, যাদের কে বাবা যে কোন জায়গায় পাঠাবেন। মন্দিরে সার্ভিস ভালো হবে। দেবতা ধর্মের যারা শীঘ্রই বুঝে যাবে। গঙ্গা স্নানের উপরও তোমরা বোঝাতে পারো, এতে অবশ্যই মনে ধরবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সদা উৎফুল্ল থাকার জন্য রুহানী সার্ভিস করতে হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। ট্রেনেও ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। নষ্টমোহ হতে হবে, এক বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে।

বরদান :- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স দ্বারা ব্লেসিং এর অনুভবকারী কর্মযোগী ভব

কর্মযোগী অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত থেকে হবে । কর্মযোগী আত্মা সর্বদা কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স রাখবে। কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স হওয়ার জন্য প্রতিটি কর্মে বাবার দ্বারা ব্লেসিংস প্রাপ্ত তো হবেই, এর সাথে সাথে যার সাথেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে, তার থেকেও আশীর্বাদ লাভ করবে। কেউ ভালো কাজ করলে অন্তর থেকে তার প্রতি আশীর্বাদ নির্গত হবে যে, খুব ভালো। খুব ভালো মানেই হল আশীর্বাদ।

শ্লোগান :- সেকেন্ডে সংকল্পকে স্টপ করার অভ্যাসই কর্মাতীত অবস্থাকে নিকটবর্তী করবে।